উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ ভাদ্র ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 13 September 2017 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় রাজ্য

বৈঠক ইতিবাচক, তবু বন্‌ধ উঠল না

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১২ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার উত্তরকন্যার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২০-২৫ বছর পরপর এই ধরনের আন্দোলন হবে আর পাহাড়ের মানুষ দুর্ভোগে পড়বে, এটা ঠিক নয়। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন। দার্জিলিং আমাদের রাজ্যেরই অংশ। পশ্চিমবঙ্গ কোনোদিনই পাহাড়কে ছাড়তে রাজি নয়। পাহাড়ও আমাদের রাজ্যের বাইরে যেতে চায় বলে বিশ্বাস করি না। পাহাড় আমাদের হৃদয়। রাজ্যের মধ্যে থেকেই পাহাড়ের আবেগকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে, কোন পথে পাহাড়ের আরও উন্নয়ন সম্ভব তা খুঁজে বের করতে হবে।'

এদিন দ্বিতীয় দফায় 'ইতিবাচক' আলোচনা হলেও বন্‌ধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল না পাহাড়। পাহাড়ের রাশ যাঁর হাতে সেই বিমল গুরুং বৈঠকের পর গোপন ডেরা থেকে অডিয়ো বার্তায় জানিয়ে দিয়েছেন, বৈঠক নিয়ে তিনি খুশি নন। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ে বন্‌ধ উঠছে না। পরক্ষণেই তিনি আবার বলেছেন, বন্‌ধ ডেকেছিলেন বিনয় তামাং। বন্‌ধ তোলার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে

মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় পাহাড়ের রাজনৈতিক দল ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ সূত্রধর

হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠক শেষে বলেছেন, 'দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাহাড় আমাদের রাজ্যের সঙ্গে ছিল, থাকবেও।' পাহাড় ইশ্যুতে আগামী ১৬ অক্টোবর নবান্নে ফের বৈঠক হবে। পাহাড় যাতে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে সেই আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বন্‌ধ তোলা নিয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বৈঠকের পর পাহাড়বাসী হতাশই রয়ে গেলেন।

পাহাড় ইশ্যুতে এদিন উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। প্রায় সওয়া ঘণ্টার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। টানা বন্‌ধ চলায় পাহাড়ের মানুষের যে সমস্যা হচ্ছে সেব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন। দ্রুত পাহাড়কে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর ব্যাপারেও সকলেই একমত। পাহাড়ে গত কয়েক মাসে যাঁরা মারা গিয়েছেন, আহত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের দাবি বৈঠকে উঠেছে। পাশাপাশি, পুলিশের গুলি চালানোর অভিযোগেরও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চেয়েছে পাহাড়ের দলগুলি। আমরা দুটি দাবিই মেনে নিয়েছি। পাহাড়ের যে সরকারি কর্মচারীরা বন্‌ধ চলাকালীন তিন মাস ধরে বেতন পাননি, তাঁরা যদি ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে যোগ দেন তাঁদের এক মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমি চাই পাহাড়ে বন্‌ধ উঠুক। গণতান্ত্রিক দেশে যেকোনো দাবি উঠতেই পারে, আন্দোলন হতে পারে। গণতন্ত্রে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যা মেটানো সম্ভব। আমি চাই আলোচনা চলুক, কিন্তু পাহাড় স্বাভাবিক হোক।' পাহাড় সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান সূত্র বের করা উচিত বলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্তব্য করেছেন। এদিন চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস, ন্যূনতম মজুরি চুক্তি করার দাবিও উঠেছে। সেগুলি নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠক হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

এদিনের বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে দাবি করেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিদ্রোহী নেতা বিনয় তামাং। প্রায় একই বক্তব্য দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা বিমল গুরুংপন্থী মোর্চা নেতা অমর রাইয়ের। তিনিও বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে দাবি করে বৈঠকে তাঁদের থাকতে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে দার্জিলিংয়ের বিধায়ককে দ্রুত পাহাড় বন্‌ধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধায়ক পুরো বিষয়টিই বিমল গুরুংয়ের কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন। বৈঠককে পজিটিভ বলে দাবি করেছে জন আন্দোলন পার্টি, জিএনএলএফ সহ অন্যরাও। তবে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই এদিনের বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন গোর্খা লিগের সভানেত্রী ভারতী তামাং এবং দলের সহসম্পাদক লক্ষণ প্রধান।

এরপর নয়ের পাতায়

১২-১৩ জুন নাগাদ বিমল গুরুং সহ দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয়েছিল, প্রশাসন আন্দোলনে বাধা দিলে টানা বন্‌ধ ডাকা হবে। আর এখন আমার ওপর সভাপতি বন্‌ধের দায় চাপাচ্ছেন

-বিনয় তামাং

এভাবে টানা বন্‌ধ ডাকার পক্ষে আমি কোনোদিনই ছিলাম না। বিনয় তামাং আমাকে বারবার বলে বন্‌ধ ডাকতে বাধ্য করিয়েছিল। তাই বন্‌ধের দায় বিনয়কেই নিতে হবে। বিনয়ই বলতে পারবে বন্‌ধ উঠবে কিনা

-বিমল গুরুং

বন্‌ধের দায় নিয়ে বিনয়-বিমল তরজা

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড়ে বন্‌ধ তোলা নিয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দুই শিবিরের মধ্যে চাপানউতোরের পালা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় সর্বদলীয় বৈঠকের পরে বিমল গুরুং অডিয়ো বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি পাহাড়ে বন্‌ধ ডাকিনি। আমার অনুমতি ছাড়াই বিনয় তামাং অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধ-এর ঘোষণা করেছিলেন। উনিই বলতে পারবেন বন্‌ধ কবে উঠবে।' বিনয় তামাং অবশ্য বলেছেন, 'দলীয় সভাপতির এই দাবি হাস্যকর। তাঁর কথা মতোই আমরা অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধ ডেকেছিলাম। আমি যদি বন্‌ধ ডেকেও থাকি তাহলে আমিই তো গত ৩১ আগস্ট বন্‌ধ শিথিল করার কথা ঘোষণা করেছিলাম। কিন্তু তার পরেও কেন পাহাড় স্বাভাবিক হতে দেওয়া হল না ? বিমল গুরুং কখন কী বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না।' এদিকে, বন্‌ধ তোলা নিয়ে যেমন মোর্চার অন্দরে কোন্দল শুরু হয়েছে, সেই সময়ই রাজ্য সরকারের ডাকা বৈঠকে অংশ নেওয়া নিয়ে দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ। বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও খোদ দলের সভানেত্রী ভারতী তামাং এবং দলের সহসভাপতি লক্ষ্মণ প্রধান মঙ্গলবারের বৈঠকে হাজির হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন গোর্খা লিগের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ খাতি।

গত ১৫ জুন বিমল গুরুংয়ের বাড়ি এবং পাতলেবাসে দলীয় কার্যালয়ে পুলিশের অভিযান এবং সেখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার দিনই মোর্চা পাহাড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধ ডাকে। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় সর্বদলীয় বৈঠকের আগে পর্যন্ত পাহাড়ের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের মানুষেরই আশা ছিল পাহাড় বন্‌ধ হয়তো উঠবে। কিন্তু বৈঠকের শেষে সকলকেই নিরাশ করেছে উত্তরকন্যা। বৈঠকের পরেই এক অডিয়ো বিবৃতিতে বিমল গুরুং জানিয়েছেন, 'বন্‌ধের জেরে পাহাড়ের মানুষের সমস্যা হচ্ছে এটা ঠিক, কিন্তু তিনি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত বন্‌ধ তোলার পক্ষপাতী নন। ওই বিবৃতিতে পরক্ষণেই তিনি আবার বলেছেন, এভাবে টানা বন্‌ধ ডাকার পক্ষে আমি কোনোদিনই ছিলাম না। বিনয় তামাংই আমাকে বার বার বলে বন্‌ধ ডাকতে বাধ্য করিয়েছিল।

এরপর নয়ের পাতায়

কেন্দ্রীয় কর্মীদের ডিএ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার ঠিক আগে মহার্ঘভাতা (ডিএ) বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের। ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ডিএ-র পরিমাণ হল ৫ শতাংশ। এর ফলে উপকৃত হবেন প্রায় ৫০ লক্ষ কর্মী এবং ৬১ লক্ষ পেনশনার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য ডিএ বাড়ানো হল। এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে ২০১৭-র পয়লা জুলাই থেকে। পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি বিলেও অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এই বিলে বেসরকারি ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি সীমার সংশোধন করা হবে। চলতি বছরের মার্চে কেন্দ্র ডিএ বাড়িয়ে ২ থেকে ৪ শতাংশ করেছিল।

ত্রিপাক্ষিকের দাবি এড়িয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেই ঢাল করলেন কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ভালোভাবেই জানতেন মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় পাহাড় নিয়ে আলোচনায় আবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার দাবি উঠবে। সেই মতোই তিনিও ত্রিপাক্ষিক এড়াতে জবাব তৈরি করেই রেখেছিলেন। এদিন এই প্রসঙ্গ উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেবলমাত্র কেন্দ্র, রাজ্য এবং জিটিএ প্রশাসনে থাকা দলের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে। অন্য কোনো বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার সুযোগ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এই চালে মোর্চার বিমল গুরুং শিবির আরও চাপে পড়ে গেল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিনের বৈঠকে গোর্খা জনমুক্তি

এখন তো জিটিএ-তে কোনো নির্বাচিত বোর্ড নেই। প্রশাসক রয়েছে। কাজেই জিটিএ-র বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার সুযোগ আমাদের হাতে নেই।

মোর্চার পাশাপাশি জন আন্দোলন পার্টি (জাপ), জিএনএলএফ সহ পাহাড়ের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমেই পাহাড় সমস্যার সমাধান হতে পারে বলেও তাঁরা জোরালো সওয়াল করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বোঝান যে রাজ্য সরকার গোর্খাল্যান্ড ইশ্যু নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার কথা বলতে পারে না। জিটিএ আইনে প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন তো জিটিএ-তে কোনো নির্বাচিত বোর্ড নেই। প্রশাসক রয়েছে। কাজেই জিটিএ-র বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার সুযোগ আমাদের হাতে নেই। তবুও আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। যদি সম্ভব হয় তাহলে আগামী ১৬ অক্টোবরের বৈঠকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে আবার আলোচনা হবে।

পাহাড়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পাহাড় ইশ্যুতে মুখ্যমন্ত্রী চাইলে কেন্দ্রের কাছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চেয়ে আর্জি জানাতেই পারেন। গোর্খাল্যান্ডপন্থী দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করতেই পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে পাহাড় সমস্যার সমাধান করতে সহযোগিতা চাইতে রাজি নন। আর তাই তিনি সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। বরং, রাজ্যের মধ্যে থেকেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত চেয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় বিমল গুরুংরা আরও চাপে পড়ে গেলেন বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার জন্য বিমল গুরুং দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন। রাজ্য সরকারও বিমলকে একঘরে করতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭২.৯৮

ডিজেল- ₹ ৬১.২৪

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

দু-রকম ক্যাটিগোরিতে চাঁদা নেওয়া হয়। আগে বলুন আপনি দাদার না দিদির ?

ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানে চালু পুরনিগমের 'আমার কথা'

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের বড়ো হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা যা তারা সহজে মুখ ফুটে বলার কোনো জায়গা পায় না। আর অব্যক্ত সমস্যাগুলি বাড়তে বাড়তে শরীর-মনজুড়ে তৈরি হওয়া সংকট শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। মনোবিদদের এই সমীক্ষাকে মাথায় রেখেই শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিনব এক উদ্যোগ নিয়েছে। পুরনিগমের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তর পরিচালিত সেই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'আমার কথা'। এই উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, পুলিশ, আইনজীবী, অভিভাবকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন স্কুলে একটি দল তৈরি করা হবে। সেই দল নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নানা সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেবে। দলের সদস্যদের কাছে ছাত্রীরা যাতে মন খুলে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে সে জন্য স্কুলগুলিতে নিয়মিতভাবে কাউন্সেলিংও করা হবে। এই উদ্যোগ সফল হলে ছাত্রীদের বহু সমস্যার প্রতিকার হবে বলেই পুরকর্তারা মনে করছেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আমার কথা'র উদ্‌বোধন হয়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এদিন এই কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। পুরনিগমের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদ শংকর ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ স্মিতা দাস, পুষ্টিবিদ অনিতা সাহা, মনোবিদ অদিতি মজুমদার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন সঞ্চারি মুখার্জি, অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলাল প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শহরের ১৫টি স্কুলের বহু ছাত্রী, শিক্ষিকারা যোগ দিয়েছিলেন। এদিন গোটা বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। শংকরবাবু বলেন, 'আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের ১৭টি স্কুলে দল তৈরি করে ছাত্রীদের কাউন্সেলিংয়ের কাজ শুরু করব। প্রতিটি স্কুলে একটি করে বাক্স বসানো থাকবে। নাম, ঠিকানা উল্লেখ না করেও ছাত্রীরা তাদের সমস্যার কথা লিখে সেই বাক্সে ফেলতে পারবে। সেইসব চিঠির ভিত্তিতেও আলোচনা করা হবে এবং সমাধানের উপায় বাতলে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাবতীয় কাজের পর্যালোচনার ব্যবস্থাও হয়েছে।'

জলদাপাড়ায় ফের অনুমতি শুটিংয়ের

নীহাররঞ্জন ঘোষ ● মাদারিহাট

১২ সেপ্টেম্বর ঃ সাম্প্রতিককালে বাংলা সিনেমায় বারবার উঠে এসেছে ডুয়ার্স। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, অরিন্দম শীল প্রমুখ পরিচালকের ক্যামেরায় উঠে এসেছে চিলাপাতা, গোরুমারা সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য। কিন্তু জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে শুটিং নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেকেরই অনুযোগ ছিল যে, উত্তরবঙ্গের সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে দেশ-বিদেশের দর্শকদের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে না। এবার সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। সাতের দশক থেকে বন্ধ থাকার পর ফের বাণিজ্যিক সিনেমা ও সিরিয়ালের শুটিংয়ের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে জলদাপাড়া। তবে শুটিংয়ের জন্য বন দপ্তরকে দিতে হবে মোটা টাকা।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক বিমল দেবনাথ জানান, যেকোনো বাণিজ্যিক ছবি বা সিরিয়াল সহ অন্যান্য শুটিংয়ের জন্য অনুমোদনের বিষয়টি গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল শুটিংয়ের অনুমোদনের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। বিমলবাবু আরও জানান, দশজনের কম সদস্যবিশিষ্ট শুটিং ইউনিটের ক্ষেত্রে তিনদিনের জন্য ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। আর শুটিং ইউনিটের সদস্য সংখ্যা দশজনের বেশি হলে তিনদিনের জন্য দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া যাঁরা ছবি তুলবেন, তাঁদের সারাদিনের জন্য দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। অভয়ারণ্যের কোন কোন এলাকায় শুটিং করা যাবে বা ছবি তোলা যাবে, তা ঠিক করে দেবেন প্রধান মুখ্য বনপাল। অনলাইনে আবেদন করে শুটিংয়ের অনুমতি পাওয়া যাবে।

এরপর নয়ের পাতায়

সিপিএমের কায়দায় অত্যাচার চলছে : অমিত

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ যেভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে, তা দেশের অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যায় না। সেই কারণেই আজ সন্দেহ জাগে এই ভেবে যে, এটাই কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের বাংলা ? বাংলার মানুষের কি আজ আর তাঁদের নিজেদের পছন্দ মতো রাজনীতি করার অধিকার নেই ? বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা এ বারে তাঁর রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে তৃণমূলের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ও অত্যাচারিত মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে তিনি এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার কথা দলীয় নেতাদের মুখ থেকে শুনেছিলেন। কিন্তু এদিন নিজের চোখে আক্রান্তদের দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, কারও হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আবার কারও ঘর-দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেপথ্যে কারণ একটাই, যাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে, তাঁরা অন্য দলের কর্মী বা সমর্থক।

মঙ্গলবার সকালে কলকাতার হো চি মিন সরণিতে অবস্থিত আইসিসিআর-এর প্রেক্ষাগৃহে তৃণমূল কর্মীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দলের মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তৃণমূলিদের আক্রমণের কথা তিনি জেনে নেন। এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ওই প্রেক্ষাগৃহে হাজির ছিল, তৃণমূলের আক্রমণ ও অত্যাচারের শিকার হওয়া মোট ৯৩টি পরিবার। তাদের সঙ্গে কথা বলার পর অমিত শা তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজ করেন। খেতে বসার আগে নিজের হাতে আক্রান্তদের খাবার পরিবেশন করতেও দেখা যায় অমিতকে।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, এদিন ওই আক্রান্তদের মধ্যে বসিরহাটের ঘটনায় নিহত কার্তিক ঘোষের পরিবারের খোঁজ করেন অমিত শা। তাঁদের কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি দলের রাজ্য নেতাদের উপর বেজায় চটে যান। পরে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আজ তৃণমূল ক্যাডার ও সমর্থকরা যেভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে, একসময় কমিউনিস্টরাও ওই একই কায়দায় তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাত। তৃণমূল কর্মীরা সেই আক্রমণের মোকাবিলা করে জনগণের ভোটে এই রাজ্যে সরকার গড়ার পর ওই কমিউনিস্টদের কায়দাতেই রাজ্যের বিরোধী দলের কর্মীদের উপর হামলা চালানো শুরু করেছে। তিনি বলেন, তৃণমূলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আমাদের দলের কর্মীদের উপর যত দমনপীড়ন চালাবে, ততই আমাদের দল এই রাজ্যে আরও শক্তিশালী হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

তৃণমূলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আমাদের দলের কর্মীদের উপর যত দমনপীড়ন চালাবে, ততই আমাদের দল এই রাজ্যে আরও শক্তিশালী হবে।